Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 30-05-2026 16:47 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১৫ জ্যৈষ্ঠ ।। ১৪৩৩।। শনিবার ৩০ মে ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৫৬ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

বাল্যবিবাহে শীর্ষে বাংলা! ১৮-র আগেই ছাঁদনাতলায় দেশের অগণিত মেয়ে, প্রকাশ্যে ভয় ধরানো রিপোর্ট

বাড়ি গিয়ে অভিষেককে নোটিস সিআইডির, সোমে ভবানীভবনে তলব, 'গ্রেপ্তার করুক', চ্যালেঞ্জ সাংসদের

মহাশূন্যে মানব প্রজনন! মহাকাশে কৃত্রিম ভ্রূণ মডেল পাঠিয়ে গবেষণা শুরু চিনের

রাজকোষ ভরাতে ফিরছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারি !

মানস দাস ● নয়া জামানা

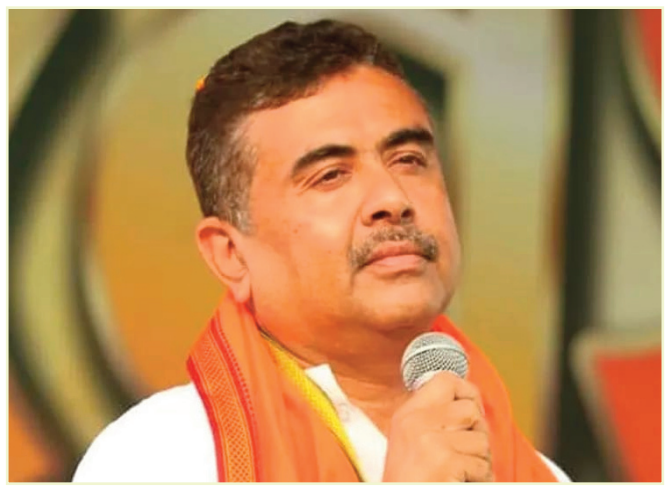

দীর্ঘ বিরতির পর আবারও পশ্চিমবঙ্গে ফিরতে চলেছে সরকারি লটারি।রাজ্যের নিজস্ব আয়ের নতুন উৎস তৈরি করতে এবং আর্থিক অবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের প্রস্তুতি শুরু করেছে রাজ্য সরকার।নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে,আগামী ২২ জুন বিধানসভায় বাজেট পেশের পর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারিকে নতুন রূপে ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে এগোবে সরকার।মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ইতিমধ্যেই অর্থ দপ্তরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।তবে অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার লটারি ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ ও নির্ভরযোগ্য করার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে,বাজারে যে টিকিট বিক্রি হবে না সেই টিকিট কোনওভাবেই ড্রয়ের আওতায় আনা যাবে না।ফলে লটারি প্রক্রিয়া নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে।সরকারি মহলের মতে,বর্তমানে ভিনরাজ্যের বিভিন্ন সংস্থা পশ্চিমবঙ্গে লটারির ব্যবসা চালিয়ে বিপুল অর্থ উপার্জন করছে।এর ফলে যে লাভের বড় অংশ অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে তা রাজ্যের অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতিকর।সেই কারণেই সরকার নিজস্ব উদ্যোগে এই ব্যবসা পরিচালনা করে রাজস্ব বৃদ্ধির পথে হাঁটতে চাইছে।একসময় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারি ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়।২০১৭-১৮ অর্থবর্ষ পর্যন্ত সাপ্তাহিক ও বিশেষ বাম্পার মিলিয়ে একাধিক লটারির আয়োজন করত রাজ্য সরকার।সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার কথা মাথায় রেখে টিকিটের মূল্যও ছিল অত্যন্ত কম।সেই সময় লটারি বিক্রি থেকে সরকারের উল্লেখযোগ্য আয় হতো।পরবর্তীতে ২০১৮ সালে প্রতিদিনের লটারি চালু হওয়ার পর এই খাতের বিস্তার আরও বৃদ্ধি পায়।সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে এক হাজার কোটিরও বেশি টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছিল এবং রাজ্য কোষাগারে প্রায় ২২৩ কোটি টাকা জমা পড়ে।পরের বছরেও আয় আরও বাড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল।কিন্তু ২০২০ সালের মার্চ মাসে আচমকাই বন্ধ হয়ে যায় এই প্রকল্প। তারপর বহুবার বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে লটারিকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা হলেও প্রত্যাশিত সাড়া মেলেনি।ফলে চার বছরেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ ছিল রাজ্যের এই লাভজনক রাজস্ব প্রকল্প। এবার নতুন সরকারের উদ্যোগে সেই পুরনো ব্যবস্থাই আধুনিক ও স্বচ্ছ কাঠামোয় ফিরে আসতে চলেছে। প্রশাসনিক মহলের আশা,সরকারি লটারির পুনরারম্ভ শুধু রাজস্ব বৃদ্ধিতেই সাহায্য করবে না বরং রাজ্যের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেও নতুন গতি আনবে।এখন নজর ২২ জুনের বাজেটের দিকে যেখানে এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসার সম্ভাবনা প্রবল।

ফর্ম বিভ্রান্তি দূর

নয়া জামানা ঃ অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম নিয়ে মহিলাদের একাংশের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে! দীর্ঘ ১৩ পাতার ফর্ম কীভাবে পূরণ করবেন তা নিয়ে সন্দিহান অনেকে। আজ, শনিবার সকলকে আশ্বস্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বাড়ি বাড়ি গিয়ে সরকারি আধিকারিকরা ফর্ম ফিলআপে সাহায্য করবেন বলে জানালেন তিনি। শনিবার সরকারি অনুষ্ঠান থেকে তিনি বলেন, বিন্দুমাত্র বিচলিত হবেন না। আমাদের লোকেরা বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ফর্ম পূরণ করতে সাহায্য করবেন। আমরা চাই প্রকৃত প্রাপকরাই যেন সাহায্য পান।

চলল বুলডোজার

নয়া জামানা ঃ এবার বুলডোজার চলল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর খাস তালুক নন্দীগ্রামে। শনিবার বুলডোজার দিয়ে নন্দীগ্রাম জেলা হাসপাতাল চত্বরে গজিয়ে ওঠা বেআইনি দোকানপাট গুঁড়িয়ে দিল প্রশাসন।

ত্রিপল পাচারে বিক্ষোভ

নয়া জামানা ঃ শনিবার সকালেই তুলকালাম পরিস্থিতি। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা মধ্য হাওড়ার তৃণমূল বিধায়ক অরূপ রায়ের বাড়ি থেকে ম্যাটাডোর বোঝাই ত্রিপল পাচারের চেষ্টা হতেই হাতেনাতে ধরে ফেলেন স্থানীয়রা। এরপরই বিধায়কের বাড়ির সামনে আছড়ে পড়ে বিক্ষোভ। ওঠে চোর চোর স্লোগান।

আজ থেকেই সার্ভাইকাল ক্যানসার টিকা, বিধাননগরে হাজির খোদ মুখ্যমন্ত্রী

নয়া জামানা ঃ আগেই ঘোষণা হয়েছিল। শনিবার থেকে রাজ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল সার্ভাইকাল ক্যানসার প্রতিরোধে টিকাকরণ কর্মসূচি। পাশাপাশি সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও শক্তিশালী করতে একাধিক পদক্ষেপের ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা আরও উন্নত করতে এসএসকেএম-সহ বিভিন্ন হাসপাতালে মোট ১০০টি নতুন বেড সংযোজন করা হয়েছে। শনিবার এই নতুন বেডের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।এদিন বিধাননগর হাসপাতালে সার্ভাইকাল ক্যানসার টিকাকরণ কর্মসূচির সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল, বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। কেন্দ্রের সহযোগিতায় শুরু হওয়া এই কর্মসূচির আওতায় রাজ্যের ১৪ থেকে ১৫ বছর বয়সী কিশোরীদের টিকা দেওয়া হবে। সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে, রাজ্যের সমস্ত সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এই পরিষেবা পাওয়া যাবে।অনুষ্ঠানে দুই কিশোরীর হাতে টিকাকরণের শংসাপত্র তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। জানা গিয়েছে, রাজ্যে ৭ লক্ষেরও বেশি টিকাকরণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। মোট ২৩৫টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে এই কর্মসূচি চালানো হবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের ১৪-১৫ বছরের কিশোরীদের এই টিকা দেওয়া হবে। এজন্য ৭ লক্ষ ৭২ হাজার ৬৫০ ডোজ পাঠিয়েছে কেন্দ্র।অন্যদিকে, সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে এসএসকেএম হাসপাতালের মহিলা বিভাগে ২৫টি, শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে ২৫টি এবং পুলিশ হাসপাতালে ৫০টি নতুন বেড চালু করা হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই একাধিক নির্দেশিকা জারি করেছে।এদিন মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় রোগী রেফারে জিরো টলারেন্স নীতির কথাও তুলে ধরেন। দালালচক্র রোধ ও অপ্রয়োজনীয় রেফার কমাতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার বার্তা দেন তিনি। পাশাপাশি রেফার প্রক্রিয়ার উপর নজরদারির জন্য লাইভ মনিটরিং ব্যবস্থা চালু এবং জেলা হাসপাতালগুলির তদারকির জন্য কন্ট্রোল রুম তৈরির ঘোষণাও করেন মুখ্যমন্ত্রী।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 30-05-2026 16:48 Page 2

মরুভূমির নিচে পরমাণু মহাযজ্ঞ

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ওয়াশিংটন ও বেজিংয়ের মধ্যে পরমাণু প্রতিদ্বন্দ্বিতা যখন ক্রমশ তীব্র হচ্ছে, ঠিক তখনই উত্তর-পশ্চিম চীনের দুর্গম মরুভূমিতে বিশাল এক সামরিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার খবর সামনে এসেছে। আন্তর্জাতিক সংবাদসংস্থা রয়টার্সের একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, জিনজিয়াং ও গানসু প্রদেশের পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্র সাইলো বা ভূগর্ভস্থ সংরক্ষণাগারগুলোর আশেপাশে রকেট লঞ্চ প্যাড, বাঙ্কার, যোগাযোগ কেন্দ্র এবং অন্যান্য সহযোগী কাঠামোর এক বিশাল নেটওয়ার্ক তৈরি করছে চীন। উপগ্রহ চিত্রে ধরা পড়া এই বিপুল নির্মাণযজ্ঞ দেখে নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন, শত্রুভাবাপন্ন দেশগুলো যদি আগে আঘাতও হানে, তবুও যাতে চীন পাল্টা পরমাণু হামলা বা 'সেকেন্ড-স্ট্রাইক' চালানোর ক্ষমতা ধরে রাখতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই এই মরুভূমিতে ঘাঁটি শক্ত করা হচ্ছে। রয়টার্সের হাতে আসা নতুন উপগ্রহ চিত্রগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, মরুভূমির হাজার হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে ৮০টিরও বেশি এমন লঞ্চ প্যাড তৈরি করা হয়েছে, যা দিয়ে মোবাইল ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণকারী যান এবং আকাশসীমা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করা সম্ভব। এছাড়া সেখানে রয়েছে সুরক্ষিত সামরিক বাঙ্কার, অস্ত্রাগার, বিমানঘাঁটি ও অত্যাধুনিক যোগাযোগ কেন্দ্র। বিশেষজ্ঞদের মতে, চীনের মূল লক্ষ্য হলো তাদের স্থলভিত্তিক পরমাণু বাহিনীকে যেকোনও পরিস্থিতিতে সুরক্ষিত রাখা, যেন কোনও সম্ভাব্য যুদ্ধের শুরুতে শত্রুদেশ এগুলো সহজে ধ্বংস করতে না পারে। ঐতিহাসিকভাবে চীন সবসময়ই একটি সীমিত কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য পরমাণু প্রতিরোধ ব্যবস্থা বজায় রাখার নীতি মেনে এসেছে। তাদের পরমাণু কৌশল মূলত 'আগে আঘাত নয়, আক্রান্ত হলে পাল্টা জবাব দেব'এই দর্শনের ওপর দাঁড়িয়ে। প্যাসিফিক ফোরামের গবেষক আলেকজান্ডার নিল রয়টার্সকে জানিয়েছেন, এই পরিকাঠামো যেভাবে মরুভূমির বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে তৈরি করা হচ্ছে, তা এককথায় অভূতপূর্ব। এটি চীনের কৌশলগত পরমাণু প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে এবং বৈচিত্র্যময় করে তুলবে। এই পুরো সামরিক নেটওয়ার্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে পূর্ব জিনজিয়াংয়ের দুটি বিশাল আটকোণা বা অষ্টভুজাকৃতির সামরিক কমপ্লেক্স। গত ছয় বছর ধরে হামি ক্ষেপণাস্ত্র সাইলো ফিল্ডের কাছাকাছি এগুলো তৈরি করা হয়েছে। উপগ্রহ চিত্রে দেখা যাচ্ছে, এই কমপ্লেক্সগুলোর ভেতরে সামরিক কর্মীদের আবাসন, বাঙ্কার ও বড় বড় গুদাম রয়েছে, যা সড়ক ও রেলপথের মাধ্যমে মূল ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের সাথে যুক্ত। এমনকি সম্প্রতি এই এলাকার আশেপাশে বড় সামরিক যানবাহন ও অস্থায়ী শিবিরের আনাগোনাও লক্ষ্য করা গেছে। বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করছেন, এখানকার কিছু কিছু লঞ্চ প্যাড আকারে এতটাই বড় যে তা দিয়ে রাস্তা দিয়ে চলাচলকারী আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র বা আইসিবিএম উৎক্ষেপণ করা সম্ভব। অন্য প্যাডগুলো হয়তো বিমান প্রতিরক্ষা বা ইলেকট্রনিক যুদ্ধকৌশলের কাজে ব্যবহারের জন্য তৈরি। তবে কার্নেগি এন্ডোমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল পিসের গবেষক টং ঝাও মনে করেন, এই রহস্যময় টাওয়ার এবং আটকোণা কাঠামো মূলত পরমাণু বাহিনীর পরিচালনা ও যোগাযোগের প্রধান কেন্দ্র বা 'কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল' ব্যবস্থার অংশ। একই সাথে চীন তার উপগ্রহ ব্যবস্থারও আধুনিকীকরণ করেছে, যার মাধ্যমে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে ধেয়ে আসা যেকোনও ক্ষেপণাস্ত্র সনাক্ত করা সম্ভব। এই মরুভূমির বুকে চীনের এই অবিশ্বাস্য আয়োজন দেখে আন্তর্জাতিক পরমাণু নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা বেশ অবাক হয়েছেন। ফেডারেশন অব আমেরিকান সায়েন্টিস্টের ডিরেক্টর হ্যান্স ক্রিস্টেনসেন স্পষ্টই বলেছেন যে, তিনি তার কর্মজীবনে এর আগে কখনো এমন কিছু দেখেননি। আমেরিকার প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগনের সাম্প্রতিক মূল্যায়নেও বলা হয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে চীনের পরমাণু ওয়ারহেডের সংখ্যা ১ হাজারে পৌঁছাতে পারে এবং আমেরিকার যেকোনও প্রান্তে আঘাত হানতে সক্ষম এমন অন্তত ১০০টি আইসিবিএম ইতিমধ্যেই মোতায়েন করা হয়েছে। তাই তাইওয়ানকে কেন্দ্র করে আমেরিকা ও চীনের মধ্যে তৈরি হওয়া বর্তমান উত্তেজনার আবহে, বেজিংয়ের এই পরমাণু সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা বিশ্বরাজনীতিতে এক নতুন সমীকরণ তৈরি করছে।

গরমে পান্তাভাতেই মিলবে স্বস্তির স্বাদ

নয়া জামানা ডেক্স ঃ গরমে এক থালা ঠান্ডা পান্তাভাতে বাঙালির চিরচেনা আরামের স্বাদ। বাংলার গ্রামাঞ্চলে বহু বছর ধরে জনপ্রিয় পান্তা ভাত। এখন আবার শহরের রেস্তরাঁতেও নতুন সাজে নানা ধরনের পান্তাভাত পরিবেশন করা হয়। সাধারণ ভাতকে রাতভর জলে ভিজিয়ে তৈরি হওয়া এই খাবার শরীর ঠান্ডা রাখে, হজমেও সাহায্য করে। পয়লা বৈশাখ থেকে শুরু করে গরমের অলস দুপুর, পান্তাভাতের তৃপ্তি সবসময়ই আলাদা। রইল কয়েক ধরনের পান্তাভাতের বিশদ রেসিপি।

ঐতিহ্যবাহী পান্তাভাত

উপকরণঃ আগের দিনের ভাত ২ কাপ, ঠান্ডা জল ৩ থেকে ৪ কাপ, পেঁয়াজ কুচি ১টি, কাঁচালঙ্কা ৩-৪টি, নুন স্বাদমতো, সর্ষের তেল ১ চা চামচ (ঐচ্ছিক),

প্রণালী ঃ প্রথমে আগের দিনের ভাত একটি বড় পাত্রে নিয়ে তার মধ্যে পর্যাপ্ত ঠান্ডা জল ঢেলে রাখুন। এমনভাবে জল দেবেন যাতে ভাত পুরোপুরি ডুবে থাকে। এরপর পাত্রটি ঢেকে সারা রাত রেখে দিন। গরমের দিনে ৮ থেকে ১০ ঘণ্টার মধ্যেই ভাতে হালকা টক ও ফারমেন্টেড স্বাদ চলে আসে। পরদিন সকালে ভাত থেকে সামান্য জল ঝরিয়ে নিন। কেউ বেশি জল দিয়ে খেতে পছন্দ করেন, আবার কেউ কম জল রাখেন। এবার এতে নুন, পেঁয়াজ কুচি ও কাঁচালঙ্কা মিশিয়ে নিন। ওপর থেকে সামান্য সর্ষের তেল ছড়িয়ে দিলে স্বাদ আরও বেড়ে যায়। এই পান্তাভাতের সঙ্গে আলুভর্তা, বেগুনভর্তা, শুকনো লঙ্কা ভাজা বা ডিমভাজা খেতে দারুণ লাগে।

সর্ষে-ঝাল পান্তা

উপকরণ ঃ পান্তাভাত ২ কাপ, সর্ষে বাটা ২ টেবিল চামচ, কাঁচালঙ্কা বাটা ১ চা চামচ, সর্ষের তেল ১ টেবিল চামচ, নুন স্বাদমতো, পেঁয়াজ কুচি সামান্য

প্রণালীঃ প্রথমে সর্ষে বাটার সঙ্গে কাঁচালঙ্কা বাটা ও সামান্য নুন মিশিয়ে নিন।

নতুন ডেটিং ট্রেন্ড 'সিগালিং'?

নয়া জামানা ডেক্স ঃ সম্পর্কের দুনিয়ায় এখন প্রায়ই নতুন নতুন শব্দ শোনা যায়। আগে 'ঘোস্টিং', 'ব্রেডক্রাম্বিং' বা 'লাভ বম্বিং'-এর মতো শব্দ জনপ্রিয় হয়েছিল। এবার আলোচনায় এসেছে নতুন একটি টক্সিক ডেটিং ট্রেন্ড 'সিগালিং'। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই আচরণ একজন মানুষকে মানসিকভাবে খুব ক্লান্ত ও নিরাপদহীন করে তুলতে পারে।'সিগালিং' শব্দটি এসেছে 'সিগাল' নামের সমুদ্রের পাখি থেকে। এই পাখি যেমন আচমকা এসে খাবার কেড়ে নিয়ে আবার উড়ে যায়, তেমনই কিছু মানুষ সম্পর্কেও হঠাৎ খুব কাছে আসে, অনেক যত্ন ও ভালবাসা দেখায়, আবার হঠাৎ দূরে সরে যায়।

এতে অন্য ব্যক্তি বুঝতেই পারেন না সম্পর্কটি আসলে কতটা সত্যি বা স্থায়ী।এই ধরনের মানুষ সাধারণত নিজেদের সুবিধামতো যোগাযোগ রাখে । যখন তারা একা অনুভব করে, মন খারাপ থাকে বা কারও মনোযোগ চায়, তখন হঠাৎ ফোন, মেসেজ বা অতিরিক্ত ভালবাসা দেখাতে শুরু করে। তারা এমনভাবে কথা বলে যেন সম্পর্কটি খুব গভীর।

কিন্তু কিছুদিন পর আবার কোনও কারণ ছাড়াই দূরে সরে যায়। অনেক সময় মেসেজের উত্তর দেয় না, দেখা করতে চায় না বা সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা এড়িয়ে যায়। সবচেয়ে খারাপ বিষয় হল, এতে অপর ব্যক্তি মানসিকভাবে জড়িয়ে পড়েন। তিনি ভাবতে থাকেন, 'হয়তো এবার সব ঠিক হবে।' কিন্তু বারবার একই ঘটনা ঘটতে থাকায় তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস কমে যায়। অনেকেই তখন নিজেকেই দোষ দিতে শুরু করেন। মনোবিদদের মতে, 'সিগালিং' খুব সূক্ষ্মভাবে মানসিক ক্ষতি করে। কারণ এখানে সম্পর্ক পুরোপুরি শেষও হয় না, আবার স্থিরও থাকে না। ফলে মানুষ সবসময় এক ধরনের আশা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে আটকে থাকেন। এটিই সবচেয়ে বেশি মানসিক চাপ তৈরি করে। কীভাবে বুঝবেন আপনি 'সিগালিং'-এর শিকার? যদি দেখেন কেউ শুধুমাত্র নিজের প্রয়োজন হলে যোগাযোগ করছে, মাঝেমধ্যে খুব বেশি ভালবাসা দেখাচ্ছে কিন্তু সম্পর্কের দায়িত্ব নিতে চাইছে না, তাহলে সতর্ক হওয়া দরকার। সুস্থ সম্পর্কে ধারাবাহিকতা, সম্মান এবং স্পষ্টতা থাকে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নিজের মানসিক শান্তিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কোনও সম্পর্ক যদি বারবার কষ্ট দেয় বা আপনাকে বিভ্রান্ত করে, তাহলে সেই সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে ভাবা প্রয়োজন। কারণ সত্যিকারের সম্পর্ক কখনও অনিশ্চয়তায় ফেলে রাখে না।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 30-05-2026 16:48 Page 3

নিষিদ্ধ কফ সিরাপ-সহ গ্রেপ্তার ৩

নয়া জামানা,জলপাইগুড়ি ঃ মাদক পাচারের বিরুদ্ধে অভিযানে ফের বড়সড় সাফল্য পেল নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ফুলবাড়ি সংলগ্ন জিয়াগঞ্জ এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি মালবাহী গাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া কফ সিরাপের পরিমাণ দেখে তদন্তকারীদের অনুমান, এর সঙ্গে একটি বৃহৎ মাদক পাচার চক্র জড়িত থাকতে পারে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি মালবাহী গাড়িতে করে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কফ সিরাপ শিলিগুড়ি এলাকায় নিয়ে আসা হচ্ছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর পায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। এরপরই বিশেষ নজরদারি শুরু করা হয় ফুলবাড়ি ও সংলগ্ন এলাকায়। শুক্রবার গভীর রাতে জিয়াগঞ্জ এলাকায় সন্দেহভাজন একটি মালবাহী গাড়িকে আটক করে তল্লাশি চালানো হয়।তল্লাশির সময় গাড়ির ভিতরে থাকা ৩০টি বড় কার্টনের মধ্যে থেকে প্রায় ৪ হাজার ৫০০ বোতল নিষিদ্ধ কফ সিরাপ উদ্ধার হয়। এত বিপুল পরিমাণ কফ সিরাপ একসঙ্গে উদ্ধার হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকাজুড়ে। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে থাকা তিন ব্যক্তিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। পরে তাদের গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন শিলিগুড়ির বাসিন্দা অলক কুন্ডু এবং হাওড়ার বাসিন্দা প্রসেনজিৎ মুখার্জি ও সুরজিৎ হালদার। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, উদ্ধার হওয়া কফ সিরাপ শিলিগুড়ি ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় পাচারের উদ্দেশ্যে আনা হচ্ছিল। তবে এই চক্রের সঙ্গে আরও কারা জড়িত, কোথা থেকে এই বিপুল পরিমাণ কফ সিরাপ আনা হয়েছে এবং এর চূড়ান্ত গন্তব্য কোথায় ছিল, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তদন্তকারীদের মতে, নিষিদ্ধ কফ সিরাপকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরেই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় পাচারচক্র সক্রিয় রয়েছে। সেই চক্রেরই একটি বড় চালান পুলিশের জালে ধরা পড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পাচারচক্রের মূল হোতা এবং অন্যান্য সদস্যদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

বালি ব্যবসায়ীর বাড়িতে পুলিশের হানা, উদ্ধার নগদ অর্থ-গয়না

য়া জামানা,বীরভূম ঃ মহম্মদবাজারে বালি ব্যবসায়ীর বাড়িতে পুলিশের অভিযানে উদ্ধার বিপুল নগদ ও সোনার গয়না। ঘটনায় শামিম শেখ নামে এক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া নগদ অর্থ ও গয়নার উৎস নিয়ে শুরু হয়েছে তদন্ত।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে মহম্মদবাজার থানার পুলিশ সোহেল শেখ, লবান শেখ ও শামিম শেখের বাড়িতে তল্লাশি চালায়। তিনজন একই বাড়িতে থাকেন বলে জানা গিয়েছে। অভিযানের সময় বাড়ি ও অফিস মিলিয়ে মোট ৪৯ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা নগদ উদ্ধার হয়েছে বলে দাবি পুলিশের। পাশাপাশি প্রায় ৫০২ গ্রাম সোনার গয়নাও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।পুলিশের দাবি, অভিযুক্তরা বালি ব্যবসা ও একাধিক বালিঘাটের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এছাড়াও তাঁদের একটি রাস্তা নির্মাণ সংক্রান্ত ঠিকাদারি সংস্থার সঙ্গেও যোগ রয়েছে বলে তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান। এত পরিমাণ নগদ অর্থ ও গয়নার উৎস খতিয়ে দেখা হচ্ছে।স্থানীয় সূত্রে অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই ওই এলাকায় অবৈধভাবে বালি তোলা ও পাচার নিয়ে নানা অভিযোগ ছিল। যদিও এই অভিযোগগুলির বিষয়ে অভিযুক্তদের তরফে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি।রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর বিভিন্ন জেলায় দুর্নীতি ও বেআইনি ব্যবসার বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, অবৈধ বালি ব্যবসা রুখতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে এবং ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।গ্রেপ্তার হওয়া শামিম শেখ কে জিজ্ঞাসাবাদ করে গোটা ঘটনার উৎস ও আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ডিজেল পাচারের অভিযোগে তৃণমূল নেতার গোডাউনে পুলিশি হানা

নয়া জামানা, রানিগঞ্জ ঃ রাতের অন্ধকারে ডিজেল পাচারের বিষয় লক্ষ্য করে, এবার তৃণমূল নেতা তথা তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির উপ-সভাপতি ও ইসিএল এর তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়নের নেতা সাবির মিয়ার গোডাউনে পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতিতে এলাকার বাসিন্দারা আটকে দিল ডিজেল পাচার। রানীগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির অমৃত নগর এলাকায় রাতের থেকে শুরু সেই অভিযান সকাল পর্যন্ত চলে।এলাকার বাসিন্দাদের দাবি দীর্ঘ দিন ধরেই এই ডিজেল পাচার সহ নানান অনৈতিক কাজ, সমাজবিরোধী কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল এই সাবির মিয়া, তিনি এখানে একটি ক্লাবের আড়ালে এই ডিজেল পাচারের ব্যবসা করছিলেন বলেই দাবি এলাকাবাসীর। অভিযোগ উঠেছে যে শুধুমাত্র ডিজেল পাচার নয় , পঞ্চায়েতের ত্রাণ তহবিলের ত্রিপল বহু মজুদ রয়েছে তার গোডাউনে। জানা গেছে তিনটি এ ধরনের গোডাউন রয়েছে তার মধ্যে দুটিতে এই ডিজেল মজুত করা রয়েছে। যদিও আরেকটি ঘর এখনো খোলা হয়নি।আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের রানীগঞ্জ থানার নিমচা ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কোথা থেকে এই ব্যাপক পরিমাণ ডিজেল এসেছে সেখানে,কি কারণে সেই বিপুল পরিমাণ ডিজেল মজুদ করা ছিল সেই সকল বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি আগেই এই তৃণমূল নেতা নানান দুষ্কৃতি মূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তার নামে ডাকাতির অভিযোগ রয়েছে বলেই জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। এছাড়াও বেশ কয়েক ক্ষেত্রে বোমাবাজি, মারধর, লুটপাট এমনকি এলাকায় শ্রমিকদের কাছে তোলা আদায় করার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। এই সমস্ত অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখে পুলিশ অভিযুক্তর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। এখন দেখার কত দ্রুত ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পারে পুলিশ, সেই দিকেই লক্ষ্য রেখেছে এলাকাবাসী।অভিযোগ উঠেছে ইসি এল এর কিছু আধিকারিক এদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই অসামাজিক কাজকর্ম গুলি চালিয়ে যান সেই সকল বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জানা গেছে এই ব্যক্তির ইসিএলে একটি বাস ও বেশ কয়েকটি চার চাকার গাড়ি চলে এছাড়াও ইসিএল এর অন্য নানান কাজকর্ম সঙ্গেও যুক্ত রয়েছে সে। এই সমস্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখে চলছে জোর তদন্ত।

মহকুমাশাসকের সঙ্গে বৈঠকে বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু, উন্নয়ন-প্রশাসনিক পরিষেবায় জোর

সীতারাম মুখার্জী, নয়া জামানা, আসানসোল ঃ আসানসোলে মহকুমাশাসকের (সদর) কার্যালয়ে মহকুমাশাসক সদর (সদর) অঘোর রায় ও প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে শুক্রবার প্রশাসনিক বৈঠক করলেন আসানসোল উত্তরের বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়। পরে বিজেপি বিধায়ক বলেন, আসানসোলের প্রতিটি নাগরিকের কাছে দ্রুত, স্বচ্ছ ও সুলভ প্রশাসনিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া নিয়ে এদিনের বৈঠকে আলোচনা করা হয়েছে। আসানসোলের সার্বিক উন্নয়নমূলক ও জনকল্যাণমূলক কাজকে আরও গতিশীল করে তোলাই আমাদের মূল লক্ষ্য। তিনি আরও বলেন, এদিনের বৈঠকে ইতিবাচক ও ফলপ্রসূ আলোচনার মাধ্যমে জনস্বার্থে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে গঠনমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। মানুষের আস্থা ও প্রত্যাশাকে সঙ্গে নিয়েই উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলবে আসানসোল এই লক্ষ্য রয়েছে রাজ্য সরকারের।

মাছ চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার তৃণমূল কাউন্সিলর

নয়া জামানা,সোনারপুর ঃ শনিবার ভোরে ভেড়ি থেকে মাছ তোলাকে কেন্দ্র করে গ্রেপ্তার করা হল রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর বরুণ সরকারকে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। যদিও কাউন্সিলরের দাবি, তিনি বৈধভাবে লিজ নিয়ে ওই ভেড়িতে মাছ চাষ করতেন এবং ক্ষতির আশঙ্কায় মাছ তুলছিলেন।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বোরাল এলাকায় শনিবার ভোরে কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে একটি ভেড়ি থেকে মাছ তুলছিলেন বরুণ সরকার। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ মাছ চুরির অভিযোগ তুলে তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান। পরে তাঁকে আটকে রেখে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ বরুণ সরকারকে আটক করে এবং পরে গ্রেপ্তার করে।অভিযোগ অস্বীকার করে বরুণ সরকারের দাবি, তিনি সমবায়ের কাছ থেকে লিজ নিয়ে ওই ভেড়িতে মাছ চাষ করছিলেন। তাঁর বক্তব্য, রাজনৈতিক পালাবদলের পর মাছ চাষের ক্ষতির আশঙ্কা থেকেই মাছ তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।এদিকে, আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন বসিরহাট পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গোপাল দাস। অভিযোগ, আবাস যোজনার সুবিধা পেতে উপভোক্তাদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হত। পাশাপাশি, তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগও তুলেছেন স্থানীয়দের একাংশ।

আবাসের কাটমানি ফেরতের মাইকিং তৃণমূলের মাইকিংয়ে শোরগোল

বাবলু রহমান,নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ কোচবিহার জেলার ঘুগুমারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আবাস যোজনার কাটমানি ফেরত দেওয়ার ঘোষণা ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সম্প্রতি একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে মাইকিং করে কাটমানির টাকা ফেরত দেওয়ার কথা ঘোষণা করতে শোনা যায়। ভিডিওতে মাইকিংয়ের মাধ্যমে বলা হয়, ঘুগুমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৭৩ নম্বর বুথ এলাকায় আবাস যোজনার জন্য যাঁদের কাছ থেকে কাটমানির টাকা নেওয়া হয়েছিল, তাঁদের সেই টাকা আগামী ৪ তারিখ পঞ্চায়েত কার্যালয় থেকে ফেরত দেওয়া হবে। ঘোষণায় আরও জানানো হয়, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিজ নিজ দায়িত্বে উপস্থিত হয়ে টাকা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। মাইকিংয়ের পরেই এলাকায় স্লোগান দিতে দেখা যায় একদল মানুষকে। সেখানে বারবার কাটমানির টাকা ফেরত চাই, ফেরত দিতে হবে, গরিব মানুষের টাকা মেরে খেয়েছে কেন, জবাব চাই প্রভৃতি স্লোগান শোনা যায়। উপস্থিত জনতা সেই স্লোগানে সমর্থন জানিয়ে একযোগে প্রতিধ্বনি করেন।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে জোর চর্চা। আবাস যোজনার মতো কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ অতীতেও একাধিকবার উঠেছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 30-05-2026 16:48 Page 4

বর্ধমানের বুকে একটুকরো মরুদ্যান কৃষ্ণসায়র

লেখা ঃ সৌজন্যে বঙ্গদর্শন।

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ভারতের সবচেয়ে বড় 'আপগ্রোয়িং সিটি' বর্ধমান। এই দ্রুততম ক্রমবর্ধমান শহরের চারপাশ ক্রমশই ফ্যাকাশে হচ্ছে। চারপাশে গজিয়ে উঠছে বড় বড় বিল্ডিং, শপিং মল। চওড়া হচ্ছে রাস্তা। বাড়ছে ধুলো, ধোঁয়া, হর্নের আওয়াজ। কাটা পড়ছে গাছ। আর এ-সবের মধ্যেই সাক্ষাৎ মরুদ্যান হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বর্ধমানের কৃষ্ণসায়র পরিবেশ উদ্যান। প্রায় ৩৩ একর জমির উপর নির্মিত কৃত্রিম জলাধার কৃষ্ণসায়র। তাকে ঘিরেই পার্ক।সেইখানে দারুচিনি-বনানীর ফাঁকে নির্জনতা আছে...শোনা যায়, ১৬৯১ সালে বর্ধমানের তৎকালীন রাজা কৃষ্ণরাম রাই দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদের কর্মসংস্থানের জন্য এই বিশাল সায়র নির্মাণ করান। তারপর থেকেই বর্ধমান রাজপরিবারের ইতিহাসে নানাভাবে জড়িয়ে আছে কৃষ্ণসায়রের নাম। জনশ্রুতি, কৃষ্ণসায়রের জল ছাড়া রাজপরিবারে নাকি কোনো শুভ অনুষ্ঠান শুরু হত না। রাজাদের ঠাঁটবাট এখন আর নেই। রাজার সম্পত্তি সরকারের হাত ঘুরে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে। আর সায়রের দেখ ভালের দায়িত্ব 'কৃষ্ণসায়র অছি পরিষদ'-এর।এই সায়রকে কেন্দ্র করে থাকা মনোরম বিশাল উদ্যানের বারবার সংস্করণ হয়েছে। নানা সময়ে কৃষ্ণসায়রের পাড়ে তৈরি হয়েছে 'সর্প উদ্যান', 'পাখিরালয়', 'মীন আবাস'। সময়ের করাল গ্রাসে এ-সবই এখন বন্ধ। উদ্যানটি রয়ে গেছে। রাজকীয় মেজাজে নৌবিহারেরও ব্যবস্থা রয়েছে। তবে তা খরচসাপেক্ষ। কিছুদিন আগে পর্যন্তও বর্ধমান আর্ট কলেজের মূল বিল্ডিং এবং ক্যাম্পাস ছিল কৃষ্ণসায়র পরিবেশ উদ্যানের একাংশে। এখনও সেদিকে গেলে হামেশাই নজরে পড়ে কত শিল্পীর আপন খেয়ালে বানানো নানা মূর্তি, স্থাপত্য পড়ে রয়েছে অগোছালোভাবে। ঘাস গজিয়ে উঠেছে কোনো কোনোটার উপর।তবে, কৃষ্ণসার পার্কের আসল চরিত্রটা অন্যত্র লুকিয়ে। কৃষ্ণসায়র পার্কে সব মিলিয়ে প্রায় ১৫০টি প্রজাতির বড়ো গাছ রয়েছে। গুল্ম-লতার হিসেব রাখা যায় না। আর আছে নাম-না-জানা বহুরকমের কীট,পতঙ্গ, জলজ প্রাণ। প্রায় ২২ রকমের প্রজাপতি পাওয়া যায় কৃষ্ণসায়রের পাড়ে। এখানে কাঠবেড়ালিদের অনন্ত আড্ডা। বেজিও আছে খানিক। সাপও থাকে। তবে সহজে চোখে পড়ে না। শীতকালের কৃষ্ণসায়রে দেশবিদেশ থেকে কতজন আসেন পাখি দেখতে। সাইবেরিয়া থেকে মাইগ্রেশনের সময় এখানে কিছুদিন কাটিয়ে যায় নানা পাখি। তখন বাইনোকুলারওয়ালাদের ভিড় লাগে। নৌবিহার নিয়ন্ত্রণ করা হয়।বর্ধমানকে যারা অল্প চেনে, তারাই জানে - বর্ধমানে উৎসব, মেলা, পরব, পুজো সারাবছর চলতেই থাকে। তার মধ্যে প্রথম সারিতেই থাকত ফুলমেলা। সেসময় এখানেই ফুলমেলা হত। তখন কৃষ্ণসায়রের রঙই বদলে যেত। গত বছর থেকে ফুলমেলা বন্ধ হয়েছে কিন্তু উদ্যানের জৌলুস এতটুকু কমেনি। শহরের তরুণ-তরুণীদের কাছে প্রেম মানেই এই পার্ক। আর যদি কখনো কোনো পরিচিত/পরিচিতা, ভাই বোনেদের কৃষ্ণসায়রের আশেপাশে দেখ া হয়ে যায় তাহলে ঠাট্টার গন্ধটাই বদলে যায়। কত আড্ডা জমে গেটের সামনের চা-সিগারেটের দোকানগুলোয়। কতজনের কত হারিয়ে যাওয়া বন্ধুর স্পর্শ মাখা আছে কৃষ্ণসায়রের হাওয়ায়। বর্ধমানে স্কুলজীবন কাটিয়েছে মানেই কৃষ্ণসায়র তার স্কুলবেলায় প্রেমের উপবন। আবার এখানেই কত প্রেমভাঙা কান্নারা উড়িয়ে যায় সিগারেটের পড় সিগারেট। শেষ স্মৃতি হিসাবে পার্কের গাছ-মাটি-জলকেই বুকে জাপটে নিয়ে নতুন করে আবার ভালোবাসে কতজন। কিছুদিন আগেই দেখছিলাম পার্কের দেওয়ালে শহরের কিছু কমবয়েসি এঁকে দিয়ে গেছে স্বপ্ন, লিখে রেখে গেছে কবিতা। গ্রাফিতির রঙ খেলে গেছে কৃষ্ণসায়রে দেওয়ালে দেওয়ালে। পার্কের পাশের রাস্তাটায় একটা আলাদা মায়া রয়েছে। লম্বা লম্বা রডোডেন্ড্রনের ছায়াঘেরা রাস্তাটা দিয়ে হাঁটলেই মনে হয়, এত দ্রুত শেষ হয়ে গেল! তখনই দেখা যায়, কৃষ্ণসায়র পরিবেশ উদ্যানের দরজার পাশে লেখা, 'এক-পা হাঁটি, দু'পা হাঁটি, নেইকো হাঁটার শেষ/ রাস্তাজুড়েই খুঁজে নেব ভালোবাসার দেশ।'

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।